১ নভেম্বর ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অক্টোবর ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

সভা-সমাবেশে বাধা

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

নারীর প্রতি সহিংসতা

দুর্নীতিদমন কমিশন ও এর গ্রহনযোগ্যতা

***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও

মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে চলমান চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১২ জন নিহত এবং ৯১৮ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৪৩টি এবং বিএনপি'র ৬টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৭ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৫৬৩ জন এবং বিএনপি'র ৫১ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং আশির দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অধিকার ও সেই সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতো। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গত ৯০ দশক থেকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্রমাগত দুর্বৃত্তায়নের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও আধিপত্য বিস্তার, ফলে এই সব দলগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত তরুণরা বিভিন্নভাবে দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে।

৩. অক্টোবর মাসেও আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার হীন বিষয় নিয়ে অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটছে, যার ফলে রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত আছে। এই সব ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। এছাড়া এই মাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। নিচে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলোঃ

৪. গত ৪ অক্টোবর মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের তেতৈতলা এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জুয়েল প্রধানের সমর্থকদের সঙ্গে স্থানীয় যুবলীগের বোরহান ভুঁইয়া ও নুরে আলমের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সময় দুই গ্রুপের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, গুলিবর্ষণ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলাকালে প্রতিপক্ষের ধারালো

অস্ত্রের আঘাতে মনসুর আলী প্রধান (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। সংঘর্ষে আরও ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে আইভী আক্তার (৩৫), মো: সুমন (২৫), হোসনে আরা (৪৫), নাজমা বেগম (৩৩), মানিক মিয়া (২৫) ও রেজিয়া বেগমকে (৩০) ঢাকার বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত মনসুর আলী প্রধান গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত গজারিয়া উপজেলা নির্বাচনের দিন অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত আওয়ামী লীগ নেতা সামছুদ্দিন প্রধানের চাচা।[১]

৫. কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নতুন জেলা কমিটির বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় জেলা সভাপতি শফিকুল গণি ঢালী লিমনসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। গত ১৪ অক্টোবর রাতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ জেলা জজ আদালতের পিপি এডভোকেট শাহ আজিজুল হকের বাসায় উভয় পক্ষের নেতারা একটি বৈঠক করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় এলাকায় এসে কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খায়রুজ্জামান পুটন ও গুরুদয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম রানার নেতৃত্বাধীন গ্রুপের সঙ্গে বর্তমান নুতন জেলা কমিটির সভাপতি শফিকুল গণি ঢালী লিমন গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের সামনেই এই সংঘর্ষে ১১জন গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে শহরের বটতলা এলাকায় শিখা ডায়াগস্টিক সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠানও ভাঙচুর করা হয়।[২]

৬. গত ১৭ অক্টোবর গুম হওয়া বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীর সন্ধানের দাবিতে বিকেল ৪টা থেকে ছাত্রদলের পদবঞ্চিত গ্রুপের নেতা-কর্মীরা সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হচ্ছিলেন। বিকেল আনুমানিক ৪টায় ছাত্রদলের নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ লোকমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ সোহেল ও ফখরুল ইসলামসহ আরো কয়েকজন নেতা-কর্মী মোটর সাইকেলযোগে শহীদ মিনার এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থানরত ছাত্রদলের বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালালে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন এবং তিনটি মোটরসাইকেল পোড়ানো হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ৫ ছাত্রদল কর্মীকে আটক করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সিলেট মহানগর ছাত্রদল সভাপতি ও সম্পাদকসহ ৭০/৮০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে।[৩]

৭. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী।

হরতাল

৮. গত ২৯ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর রায়ে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান

[১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিশোরগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

নিজামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আদালতের এই রায়ের প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামি ৩০ অক্টোবর এবং ২ ও ৩ নভেম্বর সারাদেশে হরতালের ডাক দেয়।

৯. গত ৩০ অক্টোবর হরতাল চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দেশের ২০ জেলা থেকে পুলিশ ৩৭২ জনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।[৪]

১০. গত ২৯ অক্টোবর মতিউর রহমান নিজামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের নেতা কর্মীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। পরে মিছিলকারীদের সঙ্গে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষে ২০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে ডাক্তাররা তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং গুরুতর আহতদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এই দিন রাতেই আহতদের চিকিৎসা দেয়ার কারণে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আবদুর রহমান, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আফিয়া ফেরদৌস এবং স্বাস্থ্য সহকারী শরীফুল ইসলামকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়।[৫]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

১১. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে অক্টোবর মাসে ২০ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১২. মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের জোরালো প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে। এইভাবে আইনের উর্দ্ধে উঠে হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এই মাসে খুলনা জেলায় একসঙ্গে ১৩ ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

১৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ২০ জনের মধ্যে ১৫ জন পুলিশের হাতে এবং ২ জন র‍্যাবের হাতে তথাকথিত 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যুঃ

১৫. এই সময়ে ৩ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

[৪] প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৪
[৫] নিইএজ ৩০ অক্টোবর ২০১৪

নিহতদের পরিচয় ঃ

১৬. নিহত ২০ জনের মধ্যে ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১ জন জেলে এবং ১৮ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১৭. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে অপরাধী যত ভয়ংকর প্রকৃতিরই হোক না কেন সংবিধান তাকে আইনের সুরক্ষা দিয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার সুবিধা তার প্রাপ্য। এছাড়া 'ভয়ঙ্কর' অপরাধীকে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করে অপরাধ দমনের নামে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষকেও হত্যা করা হচ্ছে। *অধিকার* এইসব হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে পঙ্গুত্বরণ করছেন অনেকে

১৮. গত ২২ অক্টোবর সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল ২০১১ সালের ২৩ মার্চ ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় র‍্যাবের গুলিতে কলেজ ছাত্র লিমনের পা হারানোর ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের বলেন। সংশ্লিষ্ট র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা- সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।[৬]

১৯. গত ১৪ অক্টোবর নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি নজরুল ইসলামকে'ক্রসফায়ারের' নামে গুলি করে হত্যার চেষ্টা চালানোর অভিযোগে নজরুলের বাবা আবুল কাশেম বাদী হয়ে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর ১৫ ধারায় নোয়াখালীর জেলা ও দায়রা জজ মো: আব্দুল কুদ্দুস মিয়ার আদালতে পিটিশন মামলা নং-২/২০১৪ দায়ের করেন। পরে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। মামলায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা হচ্ছেন, সোনাইমুড়ী থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ উল ইসলাম, সাবেক ওসি আব্দুস সামাদ, উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল বাহার চৌধুরী, উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদসহ ১৭ জন পুলিশ। বাদী পক্ষের আইনজীবী মোঃ রবিউল হাসান পলাশ জানান, মামলার বাদী আবুল কাশেমের ছেলে নজরুল ইসলামকে একটি হত্যা মামলায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বন্দর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে সোনাইমুড়ী থানায় নিয়ে আসেন থানার উপ-পরিদর্শক ইকবাল বাহার চৌধুরী। পরে রাতে তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ক্রসফায়ারের নামে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাম পায়ে গুলি করে পুলিশ। গুলির পর পুলিশ তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় রেখে চলে যায়। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা এসে তাঁকে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

[৬] মানবজমিন ২৩ অক্টোবর ২০১৪

নজরুলের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাঁর জীবন রক্ষার্থে চিকিৎসকরা তাঁর বাম পা কেটে ফেলেন।[৭]

২০. গত ১৬ অক্টোবর ২০১৪ চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার কোট্টাপাড়া এলাকায় সাজোয়ারা আক্তার সাজু (৪০) নামের এক মহিলা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে তাঁর ছোট ভাই ওসমান গণিকে রক্ষা করতে গেলে পুলিশ সাজুর বাম পায়ে গুলি করে। সাজোয়ারা আক্তার *অধিকারকে* জানান, ১৬ অক্টোবর আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর ছোট ভাই ওসমান গণি তাঁদের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তার পাশে একটি চা'য়ের দোকানে বসে ছিল। হঠাৎ করে ওসমান গণির চিৎকার শুনে তিনি ও তাঁর মা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। বাইরে এসে দেখতে পান ২ জন সাদা পোশাক ও ৩ জন পোশাক পরিহিত পুলিশ সদস্য তাঁর ভাইকে টেনে হিঁচড়ে মূল সড়কের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি ও তাঁর মা ওসমান গণিকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। এই সময় একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে । সাজোয়ারা আক্তারকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে আনা হয়। ১৮ অক্টোবর চিকিৎসকরা তাঁর গুলিবিদ্ধ পা কেটে ফেলেন। হাসপাতাল থেকেই সাজোয়ারা আক্তার জানতে পারেন তাঁকে সহ তাঁর পরিবারের সব সদস্যদের নামে পুলিশ উল্টো মামলা দায়ের করেছে। পুলিশি হয়রানির ভয়ে বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।[৮]

২১. শাহ আলম (২৬) নামে এক গাড়ীচালককে শেরে বাংলা নগর থানার উপ-পরিদর্শক আনোয়ার ব্যক্তিগত শত্রুতার কারনে দুই পায়ে গুলি করে গুরুতর আহত করেছে। পরে শাহ আলমকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শাহআলম বলেন, গত ১৯ অক্টোবর রাতে পারিবারিক বিষয় নিয়ে মীমাংসার কথা বলে পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান নেয়া পুলিশের এসআই আনোয়ার তাঁকে চোখ বেঁধে, হাতকড়া পরিয়ে গাড়ীতে তোলে। এরপর তালতলা এলাকায় নিয়ে মাটিতে ফেলে হাতকড়া পড়া অবস্থাতেই আনোয়ার তাঁর ডানপায়ে শটগান দিয়ে এবং বাঁ পায়ে পিস্তল দিয়ে গুলি করে। পরে এসআই আনোয়ার শাহ আলমকে একজন পেশাধার অপরাধী হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে এবং ঘটনাটি বন্দুকযুদ্ধের সময় হয়েছে বলে প্রচার করে। উল্লেখ্য, এসআই আনোয়ার শাহ আলমের স্ত্রীকে শাহ আলমের কাছ থেকে অনত্র সরিয়ে রেখে সর্ম্পক গড়ে তোলার কারণে আনোয়ার ও শাহ আলমের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[৯] এই ঘটনায় শাহ আলমের বড় ভাই মোস্তফা হোসেন শেরে বাংলা নগর থানায় মামলা দায়ের করেন এবং গত ২২ অক্টোবর এস আই আনোয়ারকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১০]

২২. গত ২০১১ সাল থেকেই অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার একটি নুতন প্রবণতা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। এছাড়া লিমনের পায়ে গুলি করাকে খোদ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিছক দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির

[৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়খালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৮] নিউএজ ২৬ অক্টোবর ২০১৪ এবং অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৯] প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০১৪

[১০] নিউএজ, ২৩ অক্টোবর ২০১৪

সংস্কৃতিকেই আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নির্বিচারে গুলির ঘটনা ঘটেই চলেছে।

হেফাজতে নির্যাতন

২৩. গত ২০ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করা হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২৪. গত ১৪ অক্টোবর সিলেট মেট্রোপলিটন (এসএমপি) কোতোয়ালী থানা হাজতে আটকে রেখে এক পরিবহন শ্রমিক নেতার ওপর নির্যাতনের অভিযোগে কোতোয়ালী থানার ওসি (তদন্ত) সহ ৩ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে সিলেট মেট্রোপলিটন মেজিস্ট্রেট ১ম আদালতে একটি হত্যা প্রচেষ্টা মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি দায়ের করেন নির্যাতিত পরিবহন শ্রমিক নেতা মাছুম আহমদ। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে কোতোয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ কে তদন্ত পূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। মামালায় অভিযুক্তরা হলেন-কোতোয়ালী থানার ওসি (তদন্ত) মনিরুল ইসলাম, উপ-পরিদর্শক শাহ আলম ও কনস্টেবল তৌহিদ। মাছুম আহমদ *অধিকারকে* বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ২ টায় কোতোয়ালী থানার ওসি (তদন্ত) মনিরুল ইসলাম, উপ-পরিদর্শক শাহ আলম ও কনস্টেবল তৌহিদ তাঁকে পাঠানটুলাস্থ গোয়াবাড়ী এলাকায় তাঁর বাসা থেকে ধরে কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যায়। এরপর ল্যাপটপ চুরির অভিযোগ দিয়ে তাঁকে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত থানা হাজতে আটক রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এক পর্যায়ে পরিবহন শ্রমিকদের চাপের মুখে বেশ কয়েকটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে কোর্ট পয়েন্ট এলাকায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। দীর্ঘ দিন চিকিৎসা শেষে তিনি আদালতে হাজির হয়ে এই মামলা দায়ের করেন।[১১]

২৫. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

২৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

[১১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

কারাগারে মৃত্যু

২৭. অক্টোবর মাসে ৮ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে ৬ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে এবং ২ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৮. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা

২৯. বর্তমান সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা করার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র জালাল আহমেদ (২০) এবং ইংরেজী বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ আশিক (৩০) এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ৯ অগাস্ট গোয়েন্দা বিভাগের মতিঝিল জোনের পরিদর্শক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের আবাসিক ছাত্র জালাল আহমেদকে বায়তুল মোকারম মসজিদ থেকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের পর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছেন। পুলিশ দাবি করে, সরকারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ ২৪ পৃষ্টার এই গাইড লাইনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের ষড়যন্ত্রের বিষয় উল্লেখ আছে। জালালকে দুই দফায় পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং এরপর দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করার ব্যাপারে অনুমোদন চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়ে গত ৪ অক্টোবর গোয়েন্দা বিভাগের মতিঝিল জোনের উপ পরিদর্শক মিজানুর রহমান পল্টন থানায় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। জালাল বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি এবং অন্য অভিযুক্ত মোহাম্মদ আশিক পলাতক আছেন।[১২]

৩০. জালালের আইনজীবী এডভোকেট মেজবাহ *অধিকারকে* বলেন, ২০ বছরের একটি ছেলের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হাস্যকর। এছাড়া জালালকে হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় ৫৬ দিন আটক রাখে পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ৫৪ ধারায় আটক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বেশী আটক রাখা যাবে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জালালের মামা *অধিকারকে* জানান, গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে তিনি জালালের সঙ্গে দেখা করেছেন। জালাল তাঁকে জানায়, ৯ আগস্ট ২০১৪ বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হবার সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে পকেটে একটি কাগজ ঢুকিয়ে দেয়। সেই কাগজকে কেন্দ্র করেই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে।[১৩]

[১২] নিউএজ ১৩ অক্টোবর ২০১৪
[১৩] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

৩১. *অধিকার* অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, নাগরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য বা মতপ্রকাশের জন্য তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহি' বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। ২০১১ সালের ৩০ জুন সংসদে পাশ হওয়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহি' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক

৩২. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সভা-সমাবেশ করার অপরাধে আটক করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। কিন্তু প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের বৈঠক করার সময় গোপন বৈঠকের নামে তাঁদের আটক করা হচ্ছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে তাঁরা নাশকতা করতে পারেন এমন অভিযোগ এনে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেয়া হচ্ছে। অথচ পুলিশের সামনেই প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মিরা মিছিল-সমাবেশ করছে।

৩৩. গত ২৫ অক্টোবর ঢাকায় লালমাটিয়ার নিজ বাসা থেকে যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬৩ জন নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। মোহাম্মপুর থানার এসআই শিহাব *অধিকারকে* জানান, ২৬ অক্টোবর ইসলামী দলগুলোর ডাকা হরতালে 'নাশকতা সৃষ্টির পরিকল্পনার জন্য' নেতা-কর্মীদের নিয়ে নিজ বাসায় বৈঠক করছিলেন যুবদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ এ তথ্য জানতে পেরে বেলা ১১ টার দিকে সেখানে অভিযান চালিয়ে বৈঠকরত অবস্থায় তাঁদের গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/১ এর (ক) ধারায় মোহাম্মপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[১৪]

৩৪. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন এখনও বলবৎ আছে এবং তা বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। অতীতে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরাও এই নিবর্তনমূলক আইনটি আইনটি বাতিল না করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন এবং বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত আছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

৩৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে। গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শ:ই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি তাঁরা আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকেন।

[১৪] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

৩৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী গত ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১৪ এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৬২ জন গুম হয়েছেন; এঁদের মধ্যে গুম হবার পর ২০ জনের লাশ পাওয়া গেছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

ড. পিয়াস করিমের লাশ শহীদ মিনারে নিতে বাধা প্রদান

৩৭. গত ১৩ অক্টোবর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. পিয়াস করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দেশের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে ড. পিয়াস করিমের পরিবার ও অন্যান্য বিশিষ্টজনরা শহীদ মিনারে তাঁর লাশ রাখার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে। কিন্তু এই ঘোষণার পর সরকার সমর্থক কয়েকটি সংগঠন শহীদ মিনারে পিয়াস করিমের লাশ আনার সিদ্ধান্ত প্রতিহতের ঘোষণা দেয়। এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ড. পিয়াস করিমের স্ত্রী আমেনা মহসিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে শহীদ মিনারে ড. পিয়াস করিমের লাশ রাখার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমেনা মহসিনের আবেদন প্রত্যাখান করে সরকার সমর্থক ও তাঁর লাশ আনার বিষয়টি প্রতিরোধকারীদের শহীদ মিনারে সমাবেশ করার জন্য অনুমতি দেয়। এই পরিস্থিতিতে ড.পিয়াস করিমের পরিবার তাঁর লাশ শহীদ মিনারে আনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। কিন্তু প্রতিরোধকারী ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা শহীদ মিনারে সমাবেশ করে দু'জন পত্রিকা সম্পাদকসহ দেশের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। উল্লেখ্য প্রয়াত ড. পিয়াস করিম ও 'অবাঞ্ছিত' ঘোষিত দেশের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত।

শহীদ মিনারে দেশের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত'ঘোষণা

৩৮. গত ১৭ অক্টোবর শহীদ মিনারে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন পেশার নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়। সিপি গ্যাং নামে একটি সংগঠন 'অবাঞ্ছিত' ঘোষিত ব্যক্তিদের নাম ও ছবি ব্যবহার করে তাঁদের প্রতিহতের ডাক দেয়। 'অবাঞ্ছিত' ঘোষিত ব্যক্তিরা হলেন, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমেনা মহসিন, সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ, মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ইংরেজী দৈনিক নিউএজ এর সম্পাদক নুরুল কবির, কবি ও প্রাবন্ধিক ফরহাদ মজহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সাংবাদিক গোলাম মোর্তজা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ড. তুহিন মালিক। এই সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, দেশদ্রোহি পিয়াস করিমের লাশ শহীদ মিনারে আনার কথা বলায় তাঁদের শহীদ মিনারে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হলো। ২০ টি সংগঠন শহীদ মিনারে সমাবেশ করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় ২টি সংগঠনকে। এই সমাবেশে সরকার সমর্থক বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে থাকা দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।[১৫]

[১৫] মানবজমিন ১৮ অক্টোবর ২০১৪

৩৯. শহীদ মিনারে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষিত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অপকর্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে বিতর্কিত ৫ জানুয়ারি'র নির্বাচনের বিরোধীতা করে তাঁরা বিভিন্ন সভা সমাবেশে এবং টেলিভিশনের টকশো গুলোতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। *অধিকার* মনে করে ক্ষমতাসীনদের দলবাজির কারণে দেশের বিশিষ্টজনদের যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলো তা বাংলাদেশকে বিভক্তি, নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে ঠেলে দেবে।

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ

৪০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ৫ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৪১. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব হামলার ঘটনাগুলোর সঙ্গে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়।

৪২. গত ২৩ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে যুবলীগের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটির পেছনে পেছনে পুলিশও যেতে থাকে। মিছিলটি চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে আসলে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে মিছিল দেখে সাংবাদিকরা মিছিলের ছবি তুলতে থাকেন। এই সময় মাছরাঙ্গা টিভির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ফাইজার চৌধুরী মিছিলের ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকলে মিছিলকারীরা তাঁকে আক্রমণ করে। এই সময় ফাইজার চৌধুরী আত্মরক্ষার্থে প্রেসক্লাবে ঢুকে পড়লে সশস্ত্র যুবলীগ কর্মীরা প্রেসক্লাবের ভেতরে ঢুকে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। যুবলীগ কর্মীদের হামলায় মাছরাঙ্গা টিভির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ফাইজার চৌধুরী, বৈশাখী টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মরিয়ম শেলী ও নিউ নেশন পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মিজানুল হক মিজান এবং সাংবাদিক রাজিব হাসান কচি আহত হন। যুবলীগ কর্মীরা প্রেসক্লাবের ভেতরে থাকা আসবাবপত্র এবং বাইরে থাকা সাংবাদিকদের ৫টি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এই সময় মিছিলের পেছনে আসা পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও টেন্ডারকে কেন্দ্র করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে শোডাউন করার জন্য যুবলীগের একাংশ এই সশস্ত্র মিছিল বের করে।[১৬]

৪৩. গত ২২ অক্টোবর রাতে গাজীপুর জেলার নয়া দিগন্তের টঙ্গী প্রতিনিধি আজিজুল হক টঙ্গী প্রেসক্লাব থেকে আউচপাড়ায় তাঁর নিজ বাসায় ফেরার পথে চেরাগআলী ওয়াপদা অফিসের সামনে ওঁত পেতে থাকা ১০/১২ জন দুর্বৃত্ত তাঁর পথরোধ করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আজিজুলকে কুপিয়ে জখম করে তাঁর মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ ছিনিয়ে নেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় আজিজুলকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। টঙ্গী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী ইসমাইল হোসেন জানান, ধারণা করা হচ্ছে যে,কোন সংবাদ প্রকাশের জের ধরে আজিজুলের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।[১৭]

৪৪. *অধিকার* চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ভাংচুর ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

[১৬] প্রথম আলো ২৪ অক্টোবর ২০১৪ এবং অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য
[১৭] প্রথম আলো ২৪ অক্টোবর ২০১৪

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৪৫. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[১৮] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৪৬. অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রীকে ফেসবুকে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কটুক্তি এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে ফেস বুকে ব্যঙ্গ করার অভিযোগে ৬ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩)এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কটুক্তি করার অভিযোগে রাজশাহীতে এক নারীর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করা হয়েছে।

৪৭. গত ১৭ অক্টোবর বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার শীতলাই গ্রামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্ম্পকে কটুক্তিমূলক কথা মুঠোফোনে বাজানোর অভিযোগে শুকুর আলী (৩৫) ও তাঁর ছেলে সিজান হোসেন (১৩) কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমিত কুমার কুণ্ডু বাদী হয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[১৯]

৪৮. গত ২০ অক্টোবর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম কে আনোয়ারের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(১)(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করেছে আদালত। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো.জহুরুল হক এই অভিযোগ গঠন করেন। সংবাদ সম্মেলনে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার কারণে এই প্রথম কোন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অভিযোগ গঠন করা হলো। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ মে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনার ওপর এম কে আনোয়ার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "বায়তুল মোকাররমে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দেবাশীষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে দোকানপাট লুট হয়েছে। পবিত্র কোরআন শরীফসহ ধর্মীয়গ্রন্থে আগুন দেয়া হয়েছে"। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে পুলিশ প্রথমে জিডি করে এবং এরপর তদন্ত করে ২০১৩ সালের ২৭ জুন এম কে আনোয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন জমা দেয়।[২০]

৪৯. *অধিকার* মনে করে, মতপ্রকাশের কারণে কারও মানহানী ঘটলে মানহানীর মামলা করা যেতে পারে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে গণহারে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও

---

[১৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১৯] প্রথম আলো ১৯ অক্টোবর ২০১৪

[২০] প্রথম আলো ২১ অক্টোবর ২০১৪

২০১৩) একপেশেভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে; তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৫০.২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে ১০ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫১.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৫২.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে। বিএসএফ মোট ১০ জনকে আহত করেছে। এরমধ্যে ৭ জন গুলিতে এবং ৩ জন নির্যাতনে আহত হন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৪ জন বাংলাদেশী।

৫৩.গত ৫ অক্টোবর ভোরে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের ৪৪৮ মেইন পিলার গোয়ালগছ সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে গরু আনার সময় ভারতের ফাঁসিদেওয়া বিএসএফ ফাঁড়ির ১৫/২০ জন সশস্ত্র সদস্য কয়েকজন গরু ব্যবসায়ীকে ধাওয়া করে। এই ঘটনার পর একই সীমান্তের মহানন্দা নদীতে পাথর উত্তোলনের সময় শ্রমিকদেরও ধাওয়া করে বিএসএফ। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিএসএফের সদস্যদের দিকে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়ালগছ গ্রামে ঢুকে পাঁচটি বাড়িতে গরুর খোঁজে তল্লাসী চালায়। এই সময় তারা বাংলাদেশী নাগরিকদের মারপিটসহ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। বিএসএফের গুলিতে আবু বক্কর ছিদ্দিক (৫০) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক আহত হন। এদিকে গ্রামবাসীদের দাবি, গরু তল্লাশির নামে বিএসএফ কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ টাকাসহ কয়েক ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের গোয়ালগছ গ্রামের আজিজুল হক বলেন, বিএসএফ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে আমার বাড়ি থেকে প্রায় এক লাখ টাকা এবং তিন ভরি স্বার্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। তারা আমাদের মারপিটও করে। এছাড়া একই গ্রামের রুস্তম আলীর ২০ হাজার টাকা, সফিকুল ইসলামের ৩০ হাজার টাকা, মফাজ্জল হোসেনের ২০ হাজার টাকা এবং এক ভরি স্বর্ণ বিএসএফ লুট করে নিয়ে গেছে।[২১]

৫৪. গত ১৬ অক্টোবর রাতে সাতক্ষীরা জেলার গাজীপুর সীমান্তে আইয়ুব আলী (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী ভারত থেকে গরু নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের পাখিডাঙ্গা এলাকায় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত হন।[২২]

---

[২১] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২২] প্রথম আলো ১৭ অক্টোবর ২০১৪

৫৫. *অধিকার* মনে করে, কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৬. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। অক্টোবর মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানী

৫৭. অক্টোবর মাসে মোট ২৪ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত এবং ১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১ জন পুরুষ নিহত এবং ৩ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৫৮. ঢাকার ভাষাণটেকের গোলটেক এলাকায় নাসির হোসেন নামে এক যুবক তাঁর বোনকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় একদল দুবৃর্ত্ত তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে। নাসিরের ভাই মোশারফ হোসেন জানান, বেশ কিছুদিন ধরে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তাঁর মামাতো বোনকে উত্তক্ত করে আসছিলো ভাষাণটেক এলাকার বাবলু, পাগলা মামুন, কানা আলম, টোক্কা, খোকন ও সুজনসহ কয়েকজন বখাটে। গত ১০ অক্টোবর বিকেল ৪ টায় আবারো ঐ বখাটেরা তাঁর মামাতো বোনকে উত্ত্যক্ত করলে নাসির এর প্রতিবাদ করে বলেন ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ করলে তাঁরা আইনের আশ্রয় নেবেন। এইদিন রাত আনুমানিক সাড়ে ন'টায় মজুমদার মোড়ে আজিজুলের চায়ের দোকানে নাসির চা পান করছিলেন। এই সময় টোক্কা এসে নাসিরকে কথা আছে বলে ডেকে নিয়ে যায়। গোলটেকে যাওয়ার পর আবুল, মামুন, বাবলু, কানা আলম, খোকন, সুজন ও টোক্কাসহ ৭/৮ জন দুর্বৃত্ত লোহার পাইপ দিয়ে পিটিয়ে জখম করে নাসিরকে ফেলে রেখে যায়। স্থানীয়রা নাসিরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে রাত ৩ টায় নাসির হোসেন মারা যান।[২৩]

যৌতুক সহিংসতা

৫৯. অক্টোবর মাসে ১৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া ১ জন নারী যৌতুকের কারণে

[২৩] ইত্তেফাক ১২ অক্টোবর ২০১৪

আত্মহত্যা করেছেন। এই সময় যৌতুকের দাবিতে ১ জন ভিক্টিম নারীর বাবার ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সেই সময় ভিক্টিমের মা তাদের আক্রমণে আহত হন।

৬০. গত ৯ অক্টোবর গাজীপুর জেলার টঙ্গীর পূর্ব আরিচপুর এলাকায় স্বামীর দাবিকৃত যৌতুকের টাকা দিতে না পেরে গৃহবধূ হাসি আক্তার (২০) আত্মহত্যা করেন। বিয়ের পর থেকে হাসি আক্তারের স্বামী সফিকুল তার শ্বশুড়বাড়ির কাছে ১ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে আসছিলো। কিন্তু হাসির দরিদ্র পিতা এই টাকা দিতে না পারায় প্রায়ই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতো। গত ৮ অক্টোবর যৌতুকের টাকা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। পরের দিন ৯ অক্টোবর সকালে স্বামী সফিকুল ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর হাসি আক্তার ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[২৪]

৬১. গত ১৪ অক্টোবর গাজীপুর জেলার পূবাইল কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী গৃহবধূ রত্না আক্তার ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। যৌতুকের টাকা না পেয়ে রত্নার স্বামী রুবেল গত ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রত্নার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।[২৫]

এসিড সহিংসতা

৬২. অক্টোবর মাসে ১৫ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন নারী, ২ জন মেয়ে ও ২ জন বালক এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬৩. গত ৭ অক্টোবর গভীর রাতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ঘুমন্ত স্বামী-স্ত্রীর ওপর এসিড নিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষরা। এসিডদগ্ধরা হলেন, কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের মধ্যভদ্রঘাট ছোট কারিগর পাড়ার মৃত রহিম বক্সের ছেলে শাহ আলম ওরফে রোজগার (৪৪) ও তাঁর স্ত্রী আরজিনা খাতুন (৩৮)। তাঁদেরকে আশংকাজনক অবস্থায় সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের সার্জারী ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে স্বামী শাহ আলমএর দুই পা, পিঠ ও মুখের একাংশ এবং স্ত্রী আরজিনা খাতুন এর দুই পা, ডান হাত ও মুখের একাংশ ঝলসে গেছে। এসিড দগ্ধ শাহ আলম *অধিকারকে* জানান, গত ৭ অক্টোবর রাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আরজিনা খাতুন নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ২টার দিকে দুর্বৃত্তরা তাঁদের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. ফরিদুল ইসলাম *অধিকারকে* জানান, ৮ অক্টোবর ভোর আনুমানিক ৪টায় এসিড আক্রান্ত স্বামী ও স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হন। এসিডে স্বামীর শরীরের ৫০ ভাগ এবং স্ত্রীর ৪০ ভাগ চামড়া ঝলসে গেছে। সার্জারী ওয়ার্ডে রেখে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তবে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত তাঁদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হবে।[২৬]

৬৪. গত ১৭ অক্টোবর ভোররাতে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার করবাড়ি গ্রামে মাদক সেবনে বাধা দেয়ায় নব বিবাহিতা স্ত্রী তানিয়া (২০) কে এসিড দিয়ে ঝলসে দিয়েছে স্বামী আনোয়ার হোসেন (২৫)। তানিয়ার মা খাদিজা বেগম জানান, চলতি বছরের মে মাসে ঘাটাইল উপজেলার পোয়া কোলাহা গ্রামের জোয়াদ আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন এর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তানিয়া জানতে পারেন তাঁর স্বামী মাদকাসক্ত। তানিয়া তাঁর স্বামীকে এরপর থেকে মাদক দ্রব্য সেবন না করার জন্য

[২৪] যুগান্তর, ১০ অক্টোবর ২০১৪

[২৫] ইনকিলাব, ১৬ অক্টোবর ২০১৪

[২৬] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

অনুরোধ করতে থাকেন। তাতে কোন ফল না হওয়ায় গত কুরবানীর ঈদের আগে তানিয়া অভিমান করে তাঁর বাবার বাড়ি চলে যান। গত ১৬ অক্টোবর আনোয়ার হোসেন তানিয়াকে আনতে শ্বশুর বাড়ি গেলে তানিয়া মাদক না ছাড়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়িতে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আনোয়ার গত ১৭ অক্টোবর ভোরে তানিয়ার বাবার বাড়ীর টিনের বেড়া ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে তাঁর গায়ে এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এসিডে তানিয়ার ঘাড়সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে। তানিয়ার সঙ্গে থাকা তাঁর মায়ের শরীরও এসিডে ঝলসে গেছে। এসিড দগ্ধ তানিয়াকে ঘাটাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সকালে তানিয়ার স্বামী আনোয়ার হোসেনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আশেপাশে ঘোরাঘোরি করতে দেখে তানিয়ার আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এই ব্যাপারে তানিয়ার মা খাদিজা বেগম বাদী হয়ে ঘাটাইল থানায় মামলা দায়ের করেছেন।[২৭]

৬৫. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এবং এসিড সহজলভ্য হওয়ায় এই ধরনের অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৬৬. অক্টোবর মাসে মোট ৮০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৭ জন নারী, ৫১ জন মেয়ে শিশু ও ২ জনের বয়স জানা যায় নি। উক্ত ২৭ জন নারীর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৫১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৫ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৭. গত ১০ অক্টোবর গভীর রাতে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার চাঁদখালীর মৌখালী গ্রামে স্বামী বাড়ীতে না থাকার সুযোগে এক গৃহবধূকে দুর্বৃত্তরা ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ও হাত পা বেঁধে তাঁকে হত্যার চেষ্টাও চালানো হয়। তাঁর চিৎকারে পার্শ্ববর্তী লোকজন এগিয়ে আসলে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়। ওই গৃহবধূকে আশংকাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এ পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর শ্বশুর সেলিম তালুকদার পলাতক থাকায় ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিকদার আককাস আলী।[২৮]

৬৮. গত ২১ অক্টোবর রাত ১০ টায় সাতক্ষীরা জেলার কলোরোয়া উপজেলার শরিফুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি তাঁর খালাতো বোন (৩৫) কে নিয়ে মোটর সাইকেলে করে যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় ভবানীপুরে যাচ্ছিলেন। তাঁরা নাভারন-সাতক্ষীরা সড়কের কুচেমোড়া নামের জায়গায় পৌঁছার পর ৭/৮ জন দুর্বৃত্ত রাস্তায় দড়ি বেঁধে মোটর সাইকেলের গতিরোধ করলে তাঁরা মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যান। এই সময় দুর্বৃত্তরা শরিফুলকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁর সামনেই তাঁর খালাতো বোনকে ধর্ষণ করে। যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভিকটিম জানান, দুর্বৃত্তরা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলছিলো তখন তিনি রাজু, আরিফ, লতিফ ও বাবু নামগুলো শুনেছেন। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন,

[২৭] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

ধর্ষকরা শার্শার বাগআঁচড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা ইলিয়াস কবির বকুলের সমর্থক। এ ঘটনায় শার্শা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২৯]

৬৯. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দায়মুক্তি, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্নীতিদমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

৭০. দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে,'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক সে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। দুদককে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু তদন্তাধীন এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তিন বছর আট মাসে কমিশন বিলুপ্ত ব্যুরো'র মামলাসহ ৫৩৪৯টি দুর্নীতির অনুসন্ধান নথিভুক্ত করে আসামীদের দায়মুক্তি দিয়েছে।[৩০]

৭১. চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে পদ্মা সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ ১০ জনকে এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয় দুদক। এছাড়া আট মাসে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়াদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।[৩১]

৭২. ২০১৩ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো খারিজ করে দিয়েছে এই কমিশন। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী

[২৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩০] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪

[৩১] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪

মহিউদ্দিন আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন।[৩২]

৭৩. এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। অবৈধ সম্পদের নোটিশ, অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিটের ভয় দেখিয়ে ঘুষ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন।[৩৩]

৭৪. হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫-৬ ই মে ২০১৩ তে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত ১০ ই অগাস্ট ২০১৩ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে গ্রেফতার দেখায়। এরপর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়, যা আদিলুর রহমান খানের জামিনে মুক্তি পওয়ার পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে আরো বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে দুদক বিশ বছরের পুরানো সংগঠন *অধিকার* এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের নামে সংগঠনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৭৫. *অধিকার* মনে করে, এদেশের সমস্ত সংস্থাকে জবাবদিহিতার আওতাধীন রাখতে হবে। *অধিকার*ও তার প্রতিটি কর্মকান্ডে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। যে কারণে *অধিকার* প্রতিবছর এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট জমা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ড স্তব্দ করার উদ্দেশ্যে সরকারের বর্তমান দমনমূলক কর্মকাণ্ডের পথ ধরে *অধিকারকে* তার দীর্ঘ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত অবস্থানকে বির্তকিত করার চেষ্টা করছে। *অধিকার* বহু দিন ধরেই দুদকের বৈষম্যমূলক আইন ও অস্বচ্ছ কর্মকান্ডের সমালোচনা করে আসছে ও এর কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশের কথা বলে আসছে। দুদক যে কোন সময়েই আইনসম্মত পথে *অধিকারএর* আর্থিক লেনদেন তদন্ত করতে পারে, তবে এমন এক সময় এই তদন্তের নামে হয়রানী করছে যখন সরকার চাপ সৃষ্টি করে *অধিকারকে* বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। এইক্ষেত্রে সরকারি আজ্ঞাবাহী পরাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দুদক আবারো আর্বিভূত হয়েছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৭৬. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত

[৩২] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৩৩] ইত্তেফাক ২৩ জুন ২০১৪

কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৭৭. উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় আজ পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এই সব সহিংসতা বন্ধের জন্য এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৭৮. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে *অধিকার* উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৭৯. 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড় করেনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে যাবে। যৌতুক সহিংসতা, এসিড সহিংসতা, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানী বন্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে *অধিকার* প্রথম বছর (২০১৩ সালে) নারীর প্রতি সহিংসতার মামলার গতি ত্বরান্বিত, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও এ্যাডভোকেসি করে। অথচ অর্থছাড় না করায় *অধিকার* ২য় বর্ষের কোন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না।

৮০. প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় না হওয়ায় *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে *অধিকার* এর সাতজন কর্মী *অধিকার* থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

৮১. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৪*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	১১	৬	৫	১৭	১০৫
	নির্যাতন মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	১	১	১	০	১০
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩	০	১	৩	৩৭
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	০	০	১	১	০	০	০	০	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৪	১৮	৯	১০	১৫	৭	৭	২০	১৫৬
গুম		১	৭	২	১৮	২	০	০	৩	২	০	৩৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	০	৬	৭	২	২৯
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	৬	১৩	৪	১০	৫৬
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৯	৮	৬	৪	৮৬
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	৩	৮	২	৮	৪৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	১	১৪	৮	৫	৭৮
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	০	৩	৪	১	১৭
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	০	১	২	৩	২৪
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	০	১	০	০	৬
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	৮	৬	১৪	১২	১৭২
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৪৬	৫৯৯	৪৯৭	৬৫২	৯১৮	৭৮৯৮
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩২	২৬	১৯	২৬	১৯	২০৩
ধর্ষণ		৩৯	৫১	৪২	৫৯	৬৫	৪৭	৫৭	৬০	৪৯	৮০	৫৪৯
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	২২	২০	৪০	২৪	২২০
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৭	৬	৪	৫	৪	৮	১৫	৫৯
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৮	১২	৫	১০	৯৮
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	১২২	৯৮	৫০	০	৭৪৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-অক্টোবর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২১টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে

সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে এবং সহিংসতা দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. গোয়েন্দা পুলিশ বা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এই গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. *অধিকার* শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৬. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর চলতে থাকা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধ করতে হবে। এই শিল্পের শ্রমিকদের একটি সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনাসহ পরিকল্পিতভাবে এই শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারী আজ্ঞাবহ না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানী করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অর্থছাড় করতে হবে।